চিন্তার স্বাধিনতা প্রসঙ্গে

নুরুজ্জামান মানিক
ফ্রীল্যান্স সাংবাদিক, কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক।

আমাদের সমাজে চিন্তার স্বাধিনতা নেই—এমন অভিযোগ প্রায়শঃ শোনা যায়। অভিযোগটির মধ্যে অবশ্যই সত্যতা রয়েছে ।কিন্তু আমরা একবারো কি ভেবে দেখি যে ,নিজস্ব দলীয়/ গোষ্ঠির মতবাদের ঊর্ধেব উঠে অন্যকে এই স্বাধিনতাটুকু দিতে আমরা নিজেরা প্রস্তুত কিনা?

ধর্মীয় মতবাদ, রাজনৈতিক মতার্দশ,অর্থনৈতিক দর্শণ আজ সবই ব্যাক্তির স্বাধিন চিন্তা কে চোখ রা-ায় ।প্রথার বাইরে গেলে জীবনের অস্তিত্বই হয়
বিপন্ন।

শুধু ধর্মীয় ধ্বাজাধারীরাই নয় ,তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরাও তাই এক সময় মোল্লা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন।বাংলাদেশের গত একশ বছরের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে (কলকাতা সহ) আমরা নানারকম 'মোল্লা' এর অস্তিত্ব দেখতে পাব ।

বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ,বিএনপি,জামায়াতে ইসলামি,বাম ফ্রন্ট ইত্যাদি কি তাদের বিরুদ্ধে 'সত্য বক্তব্য' শুনতে প্রস্তুত?

সাহিত্যেও রয়েছে নানা 'মোল্লা' এর অস্তিত্ব ।বিশ শতকের শুরুর দিকের
'শনিবারের চিঠি' এর কথা স্মর্তব্য।কবি গোলাম মুস্তফা তো পাকিস্তান আমলে কবি নজরুল ইসলাম এর সাহিত্যকে মুসলমানিকরন শুরু করেছিলেন।রবীন্দ্রবাদী মোল্লাদের কথাও বলাও যায় (রবীন্দ্র অনুরাগিদের কথা বলছি না)।আরেক গ্রুপ তো আবার ফররুখ কে সেরা কবি মনে করে যদিও তার Good কবিতার সংখ্যা হাতেগোনা ।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ যখন একজন জমিদার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেন তখন যারা খুশি হয়েছিলেন এবং বাহবা দিয়েছিলেন
তারাই কিন্তু আবার রুষ্ট হন তার নজরুলের সমালোচনায় ।অর্থাৎ আপনাকে হয় রবীন্দ্রনাথ কিনবা নজরুল একজনের পক্ষে থাকতেই হবে ,তাদের সম্পর্কিত সব প্রচার মানতে হবে হোক তা অতি রঞ্জিত।

রাজনীতিতেও প্রধান দলগুলোর যে কোন একটা কে সমর্থন করতেই হবে। নিরপেক্ষ ও নিরংকুশ সত্যের আলোকে সমালোচনা শুনতে কেউই রাজি নয়।অবশ্য ,**সবাই তোতা পাখির মত 'গঠনমুলক সমালোচনা'র প্রতি তাদের উৎসাহ দেখান।**

এসব কারণেই আমি আমার শ্রদ্ধেয় লেখক , গবেষক অভিজিত রায় কে বলেছিলাম 'মুক্তচিন্তা' অন্তর্জালে সম্ভব কিন্তু বাস্তবে 'দিল্লী বহূ দূর '।

আমি আবশ্য আশাবাদী ।আকাশ যতই মেঘাচ্ছন্ন থাকুক সুর্য উঠবেই।তবে ,সেই সুর্যদয়ের প্রতিক্ষায় এই আমি নুরুজ্জামান মানিক থাকব আর কতকাল?

রচনাকালঃ নভেম্বর ৬,২০০৬।